সংবাদ।

তারিখ ২৪/১১/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

158

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ডঃ কামালের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ, দেশে-বিদেশে সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডঃ কামাল হোসেন ১৯৩৭ সালের ২০শে এপ্রিল বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আহম্মদ হোসেন ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ। ডঃ কামালের বাল্যজীবন তদানীন্তন বাংলার রাজধানী কলিকাতায় অতিবাহিত হয় এবং সেখানে স্কুল জীবনের প্রারম্ভে কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পিতার সাথে ঢাকায় চলে আসেন। আজীবন মেধাবী ছাত্র ডঃ কামাল সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুল হ'তে ১৯৫১ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ সালে একই কলেজ থেকে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেতে গমন করেন। সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন্স কলেজ থেকে তিনি জুরিসপ্রুডেন্সে (আইন বিষয়ক) অনার্সসহ ১৯৫৭ সালে বি,এ, ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী বছর ১৯৫৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ কামাল হোসেন বিশ্ববিখ্যাত বি,সি, এল, ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি লিংকন্স-ইন হতে ব্যারিষ্টারী পাস করেন। পরে আইন ব্যবসারত থাকাকালীন তিনি ১৯৬৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক আইনে (ইন্টারন্যাশনাল) সর্বোচ্চ সম্মান পি, এইচ, ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬১ সাল হতে একাদিক্রমে আট বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইনের শিক্ষক ছিলেন।

ডঃ কামাল হোসেন ১৯৫৯ সালে ব্যারিষ্টারী পাস করার পর-পরই ঢাকায় অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট বার-এ যোগদান করেন। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট ও ঢাকায় হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬১ সালে প্রাদেশিক বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং মাত্র ৩১ বছর বয়সে ১৯৬৮ সালে তিনি সমগ্র পাকিস্তান বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সুবিখ্যাত "ইত্তেফাক মামলা" ও ঐতিহাসিক "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলায় আইনজীবী হিসেবে দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে ডঃ হোসেন জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতিমান আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর সহযোগী থাকাকালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ডঃ কামাল হোসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্রুত তিনি বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টা ও সহযোগীতে পরিণত হন এবং বাংলার মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। ১৯৬৯ সালের প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের চাপে তৎকালীন পাক-প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ কামাল বঙ্গবন্ধুর প্রধান সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭০ সালে ডঃ কামাল হোসেন তৎকালীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সদস্য মনোনীত হন এবং ঐ বছরে সাধারণ নির্বাচনে ডঃ কামাল হোসেন তখনকার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এম,এন, এ) নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা বৈঠকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম, মনসুর আলী এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ডঃ কামালও অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে বাঙালী জাতির উপর বর্বর পাকিস্তানী বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণের সাথে সাথেই ডঃ কামাল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস তিনি পাকিস্তানে হরিপুর কারাগারে নির্জন কারাজীবন যাপন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনিও মুক্তিলাভ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একই বিমানে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মাত্র আট মাসের মধ্যে জাতির পবিত্র দলিল প্রথম সংবিধান (১৯৭২ সালের) উপহার দেয়ার নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পুনরায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু ডঃ কামাল হোসেনের উপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই কাজে তাঁর দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশের স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ডঃ কামাল হোসেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন, ইসলামিক সম্মেলনসহ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ডঃ কামাল হোসেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেন। এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁর প্রচেষ্টায় একটি নতুন ও আধুনিক আইনগত কাঠামো নির্মাণ করা হয় যার ফলে বাংলাদেশের তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়া সহজতর হয়।

১৯৭৫ সালে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হলে ডঃ কামাল হোসেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

ডঃ কামাল হোসেন যুগোশ্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফরে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের খবর জানতে পান এবং প্রতিবাদে তিনি তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ডঃ কামাল হোসেন ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ডঃ কামাল হোসেন বিশ্বজনমত সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নৃশংসভাবে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে আইনের শাসন ও জনগণের অধিকার পুঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজনমত গড়ে তোলার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালান।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি ডঃ কামাল হোসেন আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা ও গবেষণা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে অক্সফোর্ডের আলসস কলেজে ভিজিটিং ফেলো নির্বাচিত হন। অক্সফোর্ড নেফিল্ড কলেজে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রিসার্চ ফেলো হিসেবে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকেন। এবং ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি সেন্টার ফর রিসার্চ অন দি নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার, কুইন এলিজাবেথ হাউস, অক্সফোর্ড-এর ডাইরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন এবং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ল' অন লিগাল আসপেক্ট অব নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অর্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল' এসোসিয়েশন ১৯৮০" এর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে "ল' এণ্ড পলিসি ইন পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট" এবং "লিগাল আসপেক্ট অব দি নিউ ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার" উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৪ সালে ডঃ হোসেন হামিদা হোসেনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের দু' কন্যা।

ব্যক্তিগত জীবনে ডঃ কামাল সদালাপী, মিষ্টভাষী ও বিনম্র স্বভাবের অধিকারী। অবসর মুহূর্তে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করে সময় কাটান।